প্রথম আলো

তারিখ ... 20 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ...

নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়েছে। নবীন-প্রবীণ শিক্ষার্থীরা নেচে-গেয়ে দিবসটি পালন করেন। গতকাল দুপুরে ছবিগুলো তুলেছেন **সৌরভ দাশ**

পুরোনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে অনেকে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন

প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা নেচে-গেয়ে সুবর্ণজয়ন্তীকে রঙিন করে তোলেন

নবীন-প্রবীণের মিলনমেলা

সুজন ঘোষ ও সাইফুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে ●

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২তম ব্যাচে অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন মোহাম্মদ নুরুল হক। বন্ধুত্ব থেকে সম্পর্কের চূড়ান্ত পরিণতিতে এখনো একসঙ্গে আছেন একই ব্যাচের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রী হোসনে আরা বেগমের সঙ্গে। আশির দশকের শুরুতে পাস করে বের হন দুজন। নানান ব্যস্ততায় দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসে আসা হয়নি। [illegible] প্রায় ৩৩ বছর পর গতকাল শনিবার সকালে পাহাড়-অরণ্যে ঘেরা প্রিয় ক্যাম্পাসে হাজির হন স্বামী-স্ত্রী দুজনই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর উপলক্ষে আয়োজিত সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে অংশ নিয়ে নিজেদের তারুণ্যে ফিরে যান। তাঁদের মতো গতকাল দিনভর ক্যাম্পাসে উচ্ছ্বাসে মেতেছিলেন হাজারো প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থী।

পুরোনো ক্যাম্পাসে এসেই কলা অনুষদের ঝুপড়িতে ছুটে যান নুরুল হক ও হোসনে আরা বেগম। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বসে গান জুড়ে দেন। এ সময় *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এই ক্যাম্পাসে আমাদের অনেক স্মৃতি। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কেটেছে এখানে। আজকের উৎসবে এসে অতীতের সোনালি দিনগুলো ফিরে পেয়েছি যেন।'

তাঁদের মতো অতীত খুঁজে ফিরে পেতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অনেকে ছুটে আসেন জারুলতলা, চাকসু ভবনে, ঝুপড়ি, গ্রন্থাগার চত্বর, শহীদ মিনারসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায়। অনেকেই ফিরে যান ছাত্রাবাসে নিজের কক্ষে। একান্তভাবে ছাত্রজীবনের আবাসস্থলে ফিরে আনমনে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি অনেকেই। আবার অনেকে ছুটে যান নিজেদের বিভাগে। সেখানে পুরোনো শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিতে নানা আয়োজন করে বিভাগগুলো। বিভাগের আঙিনায় এসে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন অনেকেই। সুবর্ণজয়ন্তীর উৎসবে আসার জন্য চট্টগ্রাম নগর থেকে গাড়ি ও ট্রেনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ ছিল শাটল ট্রেনকে ঘিরে। শাটল ট্রেন বললেই চোখে ভেসে ওঠে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তাই বাসের বদলে শাটলে চড়ে ক্যাম্পাসে আসেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও বর্তমানে একটি সরকারি কলেজের শিক্ষক বিভূতিভূষণ দত্ত *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ছাত্র থাকার সময় শাটলে করেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতাম। ওই সময় বগি পিটিয়ে পিটিয়ে গান করতাম। আজকে আবার সেদিনে ফিরে গেছি। খুবই আনন্দ লাগছে।'

এ দিকে উৎসবের মূল আয়োজন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে। সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠান শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা ব্যানার, ফেস্টুন, বাদ্য বাজিয়ে মিছিলসহকারে হাজির হন উৎসব প্রাঙ্গণে। গতকাল সকালেই ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৫০ বছরে অনন্য এক অধ্যায় রচনা করেছে। এর পেছনে রয়েছে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আগামী ৫০ বছর পর এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকেই থাকবে না। তবে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মহিরুহ হয়ে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে যাবে।'

সুবর্ণজয়ন্তী বক্তার বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছাত্র সংসদ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছোট থেকে বড় হয়েছে। একে আরও বড় হতে হবে—বস্তুগতভাবে নয়, গুণগতভাবেও। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত, জগতের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হয়ে ওঠা। এর জন্য সাধনা, শৃঙ্খলা, স্বপ্ন ও অধ্যবসায়ের সমন্বয় খুব জরুরি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পানিসম্পদমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, চাকসুর সাবেক ভিপি এস এম ফজলুল হক প্রমুখ।

আলোচনা সভা শেষে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। এ ছাড়া জীবিতদের গার্ড অব অনার ও উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন তপন চৌধুরী, দিলাত জাহান মুন্নী, ওয়ারফেজ, লালন ও আর্টসেল।